দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

ক্যাম্পাসে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘটিত সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাগুলোকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন এবং শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য যারা নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব সহিংস ঘটনা ঘটছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে প্রধানমন্ত্রীর উক্তির সারবত্তা সহজেই প্রমাণিত হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দিকেও এ ধরনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টা হয়েছিল। সরকার অত্যন্ত দৃঢ় অথচ সংযত আচরণের মাধ্যমে তা মোকাবিলা করেছিলেন। সম্প্রতি আবার ষড়যন্ত্রকারী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আবার তারা দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করেছে। আগস্ট মাসের গোড়ায় সহিংসতার ফলে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন সেটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হলেও সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটছে বিশেষ করে গত রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গত সোমবার খুলনা বিএল কলেজে ও আলিয়া মাদ্রাসায় যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে তাতে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে একটি মহল তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং তারাই পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও বহিরাগতদের দ্বারা ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে; গণতন্ত্র লালন ও পালনের অবকাশ এসেছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের রাজনীতিতেও এসেছে স্থিতি। এই অবস্থা যাদের পছন্দ নয় তারাই বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে আগ্রহী। তারাই ক্যাম্পাসে চালাচ্ছে পরিকল্পিত সন্ত্রাস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলোতে সহিংস ঘটনা ঘটানোর মাধ্যমে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। যারা চায় না একটি দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশী সত্তায় বিশ্বাসী সরকার দেশ পরিচালনায় অধিষ্ঠিত থাকুক, তারাই নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে বারবার সামাজিক স্থিতি বিনষ্ট করতে প্রয়াস পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যথার্থই বলেছেন, দেশে ও বিদেশে পরি-কল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে অছাত্র ও বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। আমরা বলতে চাই ঘটনার স্থান, কাল ও পারম্পর্য বিশ্লেষণ করলে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বুঝতে কষ্ট হয় না।

শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার জন্য এবং তার পাশাপাশি কষ্টার্জিত গণতন্ত্র রক্ষা ও তার বিকাশ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এটা সরকারের দায়িত্ব। সরকারও এই দায়িত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন। প্রধানমন্ত্রী এ কারণেই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আমরাও সরকারকে কঠোর হাতে এই অশুভ শক্তিকে মোকাবিলার অনুরোধ জানাব। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে সরকারের একার পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জনগণকে সরকারের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন সবাইকে সম্মিলিতভাবে এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নস্যাতের ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে।

এই মুহূর্তে প্রয়োজন দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেত্রীত্ব এবং তাঁর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রশ্নাতীত আস্থা। বিভাজনের শক্তি তৎপর। দেশপ্রেমিকদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে।